জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

২৫ ডিসেম্বর (বুধবার)

[**সময়কালঃ** ২৫.১২.২০১৯–২৯.১২.২০১৯]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত: শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। কুষ্টিয়া ও টাংগাইল অঞ্চলসহ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরণের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আগামী ৭২ ঘণ্টার পূর্বাভাস অনুযায়ী সারা দেশে তাপমাত্রা পরবর্তীতে আরও কমে যেতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জেলাভিত্তিক মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচদিনে দেশের কিছু জেলায় সামান্য থেকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়ার এই পরিস্থিতিতে রবি ফসলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি রোগের লক্ষণ দেখা যায় বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে রবি ফসলের জমিতে সকালে হালকা সেচ দেওয়া ভাল। গবাদি পশু, হাঁস মুরগী ও মৎস্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ যত্ন নিতে হবে। চালার ভেতরে রাখা, শুকনো বিছানার ব্যবস্থা করা, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস, গত কয়েকদিনের উপলব্ধ আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন জেলার জন্য আলাদা আলাদা কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। যেসব জেলায় গত চার দিন শুষ্ক আবহাওয়া ছিল এবং আগামী পাঁচ দিনও আবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সে সব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রস্তুত করা হয়েছে।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- কচি গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- বহুবর্ষজীবী সবজির ক্ষেত্রে অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- টমেটোতে হলুদাভ বাদামী দাগ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫-৩ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঢেঁড়শের হলুদ মোজাইক রোগ দেখা দিতে পারে। সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

বোরো ধান:

- শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে।
- বীজতলার পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার নতুন পানি দিতে হবে।
- প্রতিদিন সকালে জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে।
- চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি আজোঅক্সিস্ট্রবিন বা পাইরোকোস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।
- বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ইউরিয়া প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০ গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপন করলে শীতে চারার মৃত্যুর হার কমে, চারা সতেজ থাকে এবং ফলন বেশি হয়।

- চারা রোপণকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপণ করতে হবে।
- রোপণের পর শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেমি পানি ধরে রাখতে হবে।
- বীজতলায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ হতে পারে। এটি নিয়ন্ত্রণে আক্রান্ত বীজতলা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে পরে পানি বের করে দিতে হবে। আক্রান্ত জমিতে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন জাতীয় সার (ইউরিয়া) ব্যবহার করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন/আইসোপ্রোকার্ব/কার্বালিক/ক্লোরোপাইরিফস গ্রুপের যে কোন অনুমোদিত কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

গম:

- ১৭-২১ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জমিতে পানি জমে থাকলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং চারার ক্ষতি হয়।
- ১৭-২১ দিন পর প্রতি শতাংশে ৩০০-৪০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি শতকে ৬ গ্রাম হারে নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি প্রয়োগ করুন।
- গমের মরিচা রোগ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন। শীত ও কুয়াশার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষায় নিয়মিত সেচ প্রদান করুন।

সরিষা:

- মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা, পাতলাকরণ ও আগাছা নিধনের জন্য জমিতে আন্ত পরিচর্যা করুন।
- যথাযথ পরিমানে গাছের সংখ্যা বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণের ব্যবস্থা নিন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় সরিষায় অলটারনারিয়া ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল ৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করুন।

ভুট্টা:

- বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে।
- বীজ বপনের পর এক মাস পর্যন্ত আগাছা নিধন করতে হবে।

মসুর:

- হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের পর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা নিধন করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে রোভরাল ৫০ ডব্লিউপি ২% হারে পানিতে মিশিয়ে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল ৯-১০ টার মধ্যে স্প্রে করুন।

আলু:

- নাবী ধ্বসা রোগ থেকে রক্ষার জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।

- নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭-১০ দিন অন্তর ম্যানকোজেব গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক যেমন ডাইথেন এম-৪৫ বা ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা পেনকোজেব ৮০ ডব্রিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- আলুর নাবী ধ্বসা রোগ হলে জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। নিজের বা পার্শ্ববর্তী ক্ষেতে রোগ দেখা মাত্রই ৭ দিন অন্তর অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- যদি কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া দীর্ঘসময় বিরাজ করে ও রোগের মাত্রা ব্যাপক হয় সেক্ষেত্রে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৫ দিন অন্তর স্প্রে করে গাছ ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি হলে ২-৪ দিন অন্তর অনুমোদিত ছত্রাকনাশকের মিশ্রণ পাতার উপরে ও নীচে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

- গাছ ভেজা অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক স্প্রে না করাই ভালো। আর যদি স্প্রে করতেই হয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে সাবানের গুড়া মিশিয়ে নিতে হবে।
- কচুরিপানা, খড় প্রভৃতি দিয়ে জমিতে মালচিং এর ব্যবস্থা করুন।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ৫ কেজি হারে ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- বপনের ১৪-২০ দিন পর আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- বপনের ১৮-২০ দিন পর সেচ প্রদান করুন।
- বর্তমান আবহাওয়ায় থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- কচি ফল গাছকে নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করুন।
- কোল্ড প্যারালাইসিস থেকে রক্ষার জন্য ছোট উদ্যানতাত্বিক উদ্ভিদ ঘাষ দিয়ে ঢেকে দিন।
- ঠান্ডাজনিত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ফল গাছে নিয়মিত হালকা সেচ প্রদান করুন। কচি ফল গাছ ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে রক্ষার জন্য খড়/পলিথিন শীট/ চটের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিন।
- অর্গানিক মালচিং এর ব্যবস্থা করুন এবং আগাছা নিধন করুন।

আখ:

- আর্লি শুট বোরার থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- স্টেম বোরার আক্রমণ করলে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩০ মিলি হারে ক্লোরপাইরিফস ২০% মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিন।
- পরিপক্ক আখ ঢলে পড়া থেকে বাঁচাতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন অথবা কয়েকটি আখ গাছ একসাথে বেঁধে দিন।

পান:

- বরজের চারপাশে শক্ত করে বেড়া দিন।
- খড় বা সুতি কাপড় দিয়ে পানের জমি ঢেকে দিন যাতে উত্তরের হাওয়ায় গাছের ক্ষতি না হয়।
- বরজের চারদিকে কচু গাছ থাকলে সরিয়ে ফেলুন কারণ এর মাধ্যমে গোড়া পচা ও কান্ড পচা রোগ ছড়াতে পারে।

- আগামী কয়েকদিন রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে কাজেই ফসল সংগ্রহ শুরু করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- থাকার জায়গা পরিষ্কার রাখুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

- শীতকালে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ থেকে মাছ রক্ষা করুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার রাখুন।
- শীতকালে খাবারের পরিমান কমিয়ে দিন।
- বেলা ২-৩ টার মধ্যে খাবার দিন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (২৫ ডিসেম্বর ২০১৯, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০০	২২.২	১৩.০	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	২২.৩	০৮.৭
	টাঙ্গাইল	০০	১৮.২	০৯.২		ঈশ্বরদী	০০	২১.৭	০৮.৮
	ফরিদপুর	০০	২২.০	১১.২		বগুড়া	০০	২২.৩	১০.০
	মাদারীপুর	০০	২৩.২	১১.৩		বদলগাছী	০০	২১.৭	০৭.৪
	গোপালগঞ্জ	০০	২০.৫	১০.২		তাড়াশ	০০	১৮.৪	০৮.০
	নিক্‌লি	০০	২১.০	১১.৫					
					রংপুর	রংপুর	০০	২২.৫	০৮.৩
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	১৭.৫	১১.৫		দিনাজপুর	০০	২১.৮	০৬.৮
	নেত্রকোনা	০০	২০.৪	১২.৫		সৈয়দপুর	০০	২২.৭	০৮.৮
						তেঁতুলিয়া	০০	২২.৯	০৬.২
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০০	২৬.৫	১৩.৮		ডিমলা	০০	২০.৬	০৭.৫
	সন্দ্বীপ	০০	২৫.৬	১৩.৬		রাজারহাট	০০	২২.০	০৭.৭
	সীতাকুন্ড	০০	২৭.০	১২.৮					
	রাঙ্গামাটি	০০	২৬.৩	১৩.০	খুলনা	খুলনা	০০	২১.০	১২.৩
	কুমিল্লা	০০	২২.২	১৪.০		মংলা	০০	২৩.৮	১৩.২
	চাঁদপুর	০০	২৩.২	১৩.৫		সাতক্ষীরা	০০	২২.৭	১২.৩
	মাইজদীকোর্ট	০০	২৩.৫	১৪.৫		যশোর	০০	২৩.৮	১১.০
	ফেনী	০০	২৪.০	১৩.২		চুয়াডাঙ্গা	০০	২২.৩	০৯.৬
	হাতিয়া	০০	২৫.২	১৪.০		কুমারখালী	০০	২১.২	১০.৬
	কক্সবাজার	০০	২৭.৮	১৫.৭					
	কুতুবদিয়া	০০	২৭.০	১৩.৮	বরিশাল	বরিশাল	০০	২৩.৮	১০.৮
	টেকনাফ	০০	২৮.২	xx		পটুয়াখালী	০০	২৫.৫	১৩.৫
						খেপুপাড়া	০০	২৬.১	১৩.২
সিলেট	সিলেট	০০	২৪.৮	১৫.৫		ভোলা	০০	২৪.০	১২.২
	শ্রীমঙ্গল	০০	২৩.০	১৪.৪					

প্রধান বৈশিষ্ট' সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.১৩ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৩৪ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে।

কুয়াশাঃ সারাদেশে মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত মাঝারী থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে।

শৈত্য প্রবাহঃ কুষ্টিয়া ও টাঙ্গাইল অঞ্চলসহ রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশের রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

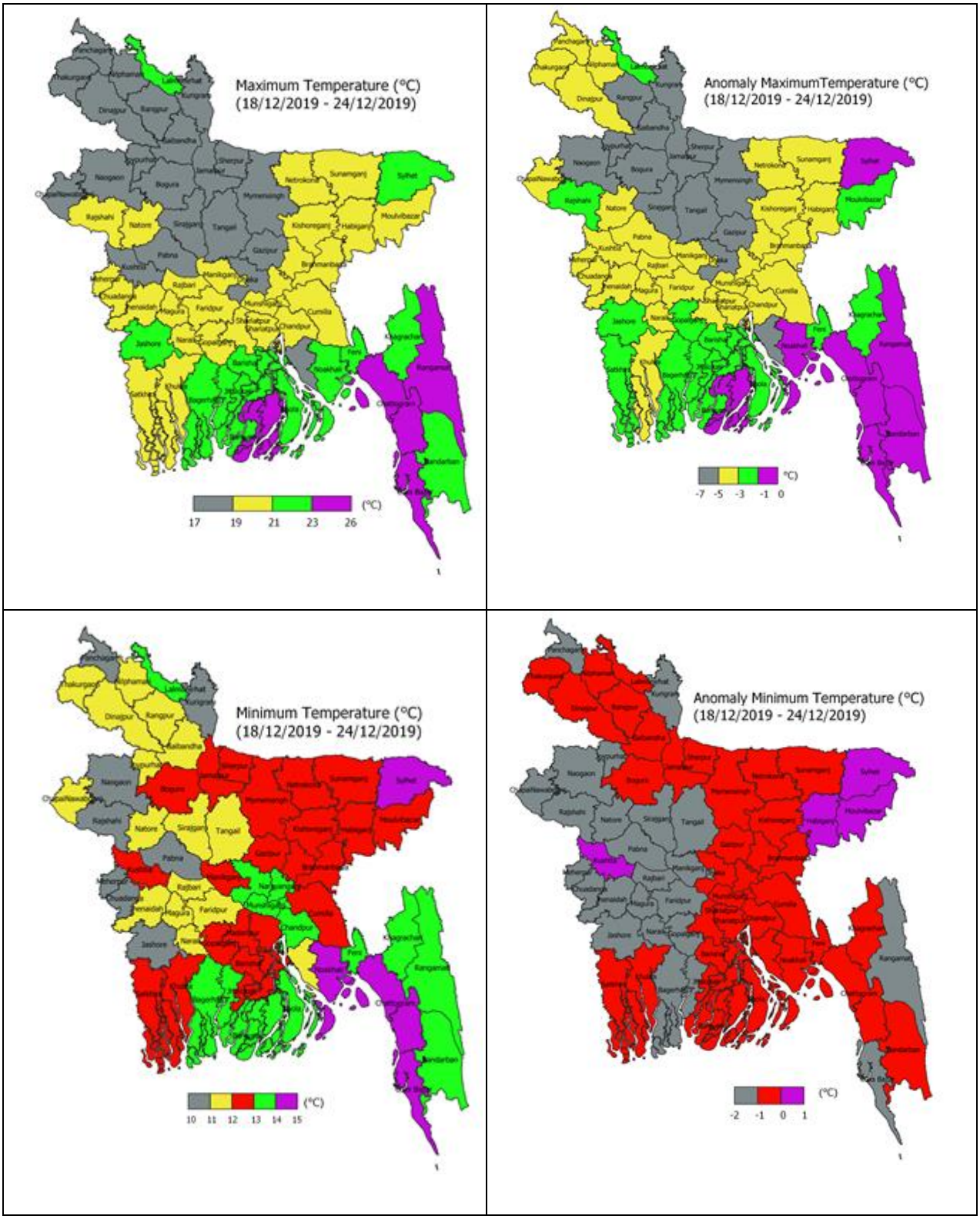

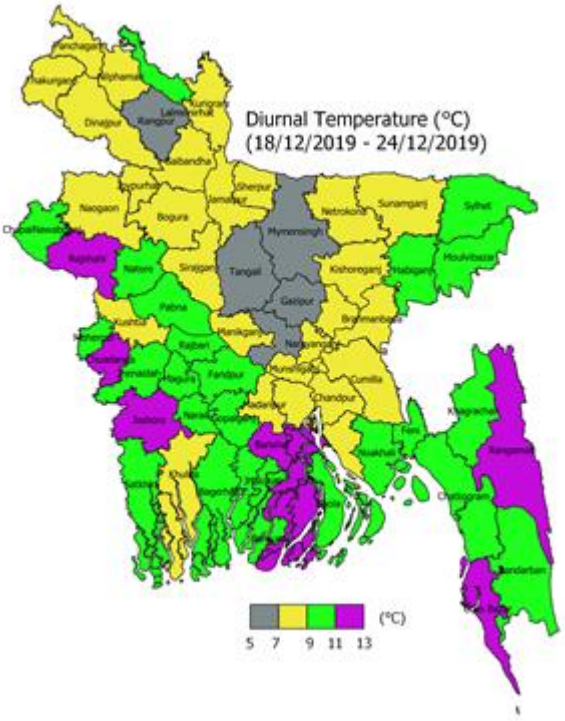
Diurnal Temperature (°C)
(18/12/2019 - 24/12/2019)
(°C)
5 7 9 11 13

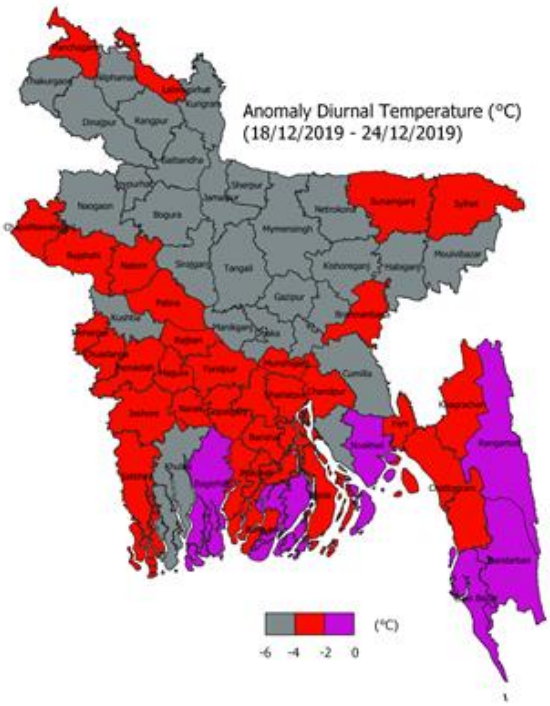
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(18/12/2019 - 24/12/2019)
(°C)
-6 -4 -2 0

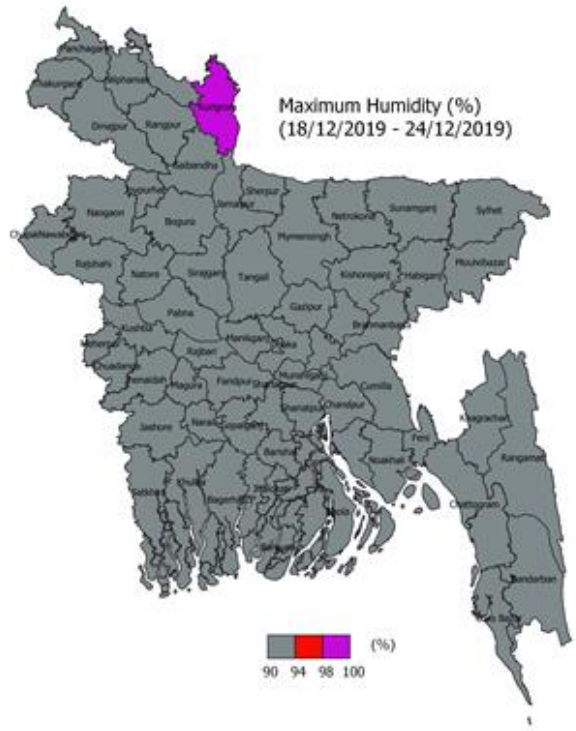
Maximum Humidity (%)
(18/12/2019 - 24/12/2019)
(%)
90 94 98 100

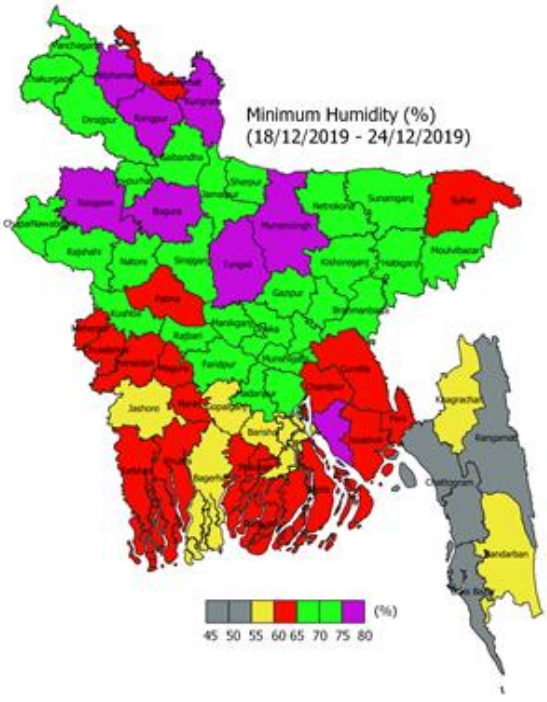
Minimum Humidity (%)
(18/12/2019 - 24/12/2019)
(%)
45 50 55 60 65 70 75 80

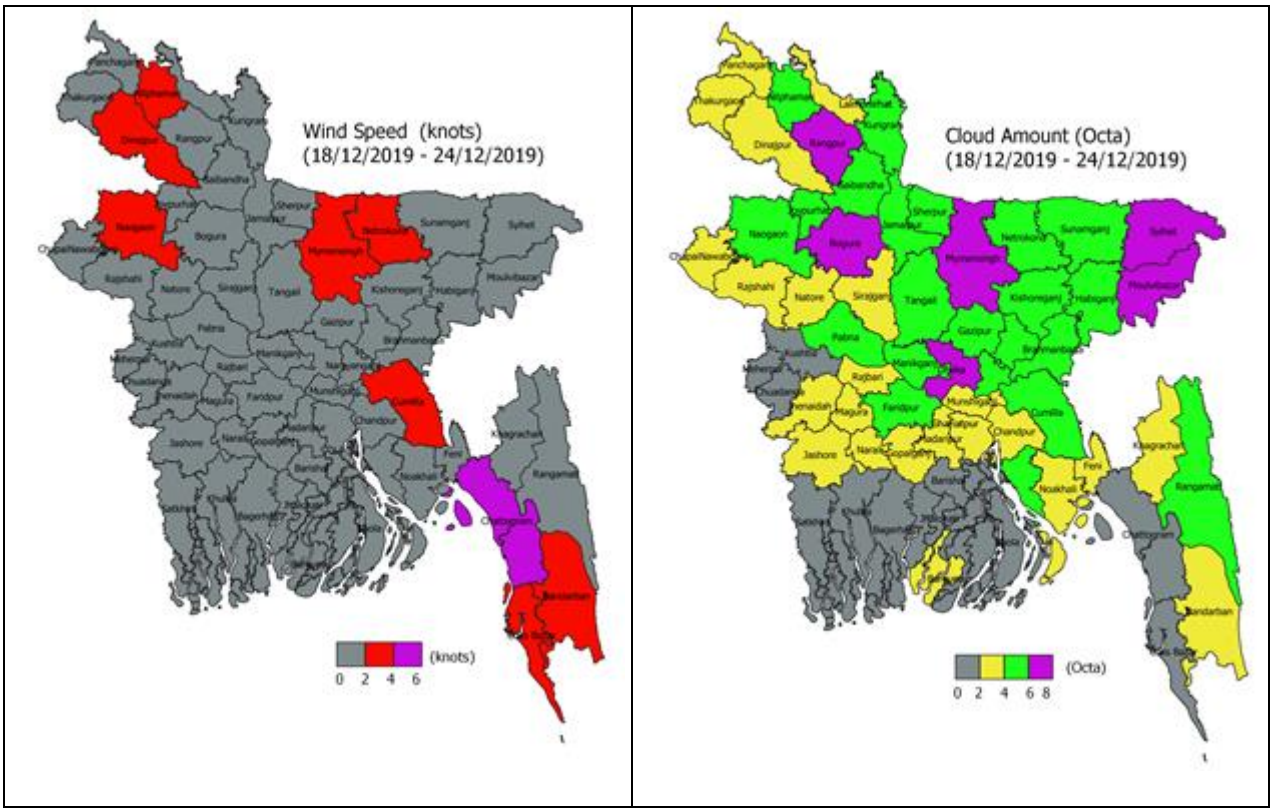

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস (২২/১২/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত):

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.৫০ থেকে ৫.৫০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

আগামী সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৩.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে সারাদেশে কিছু কিছু স্থানে হাল্কা বৃষ্টি (০৪-১০ মি.মি.)/গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে পারে ।
- এ সময়ে সারাদেশে শেষরাত হতে সকাল পর্যন্ত কিছু কিছু স্থানে হাল্কা থেকে মাঝারী ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।
- এ সময়ের প্রথমার্ধে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দ্বিতীয়ার্ধে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (২৫ ডিসেম্বর হতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত)

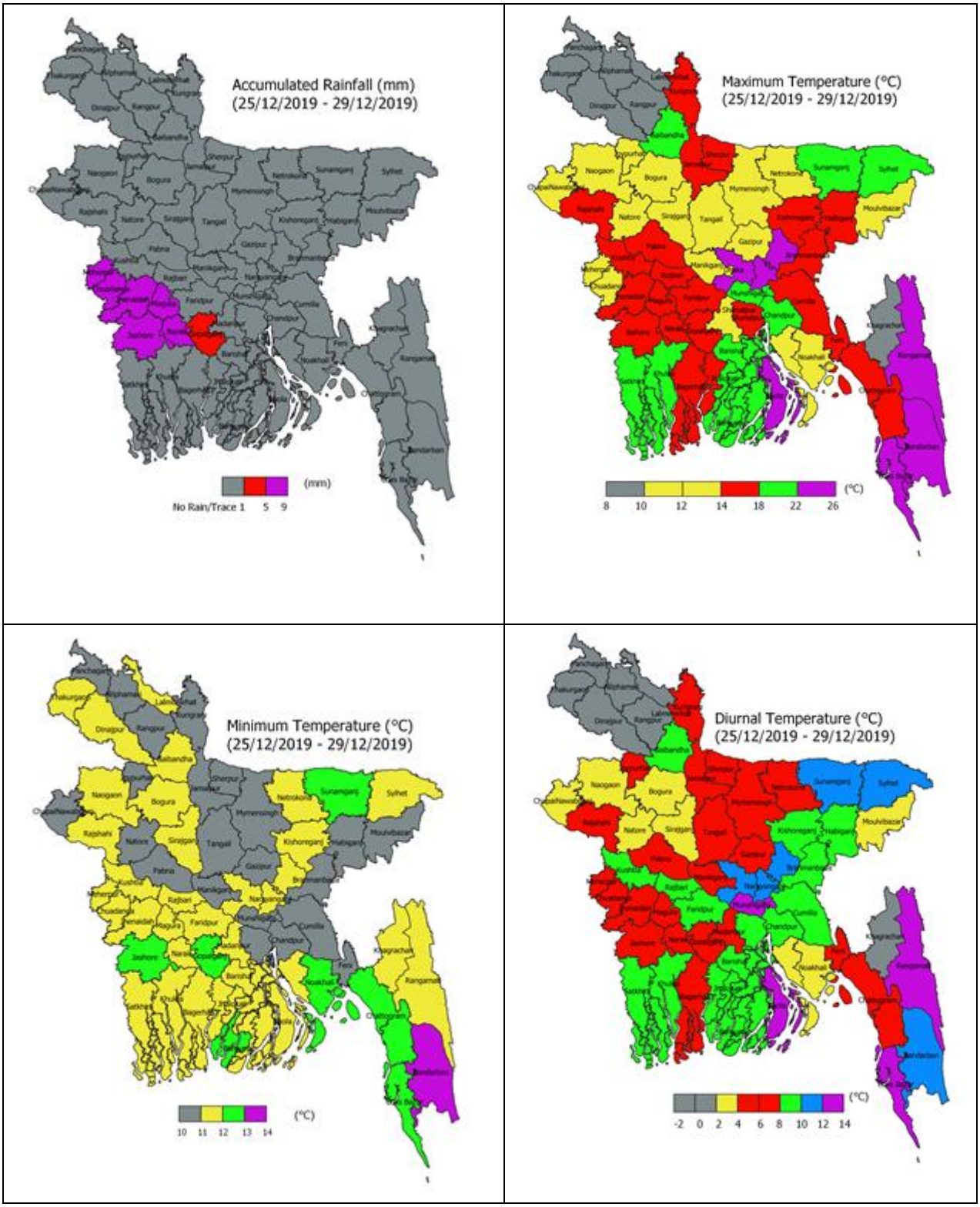

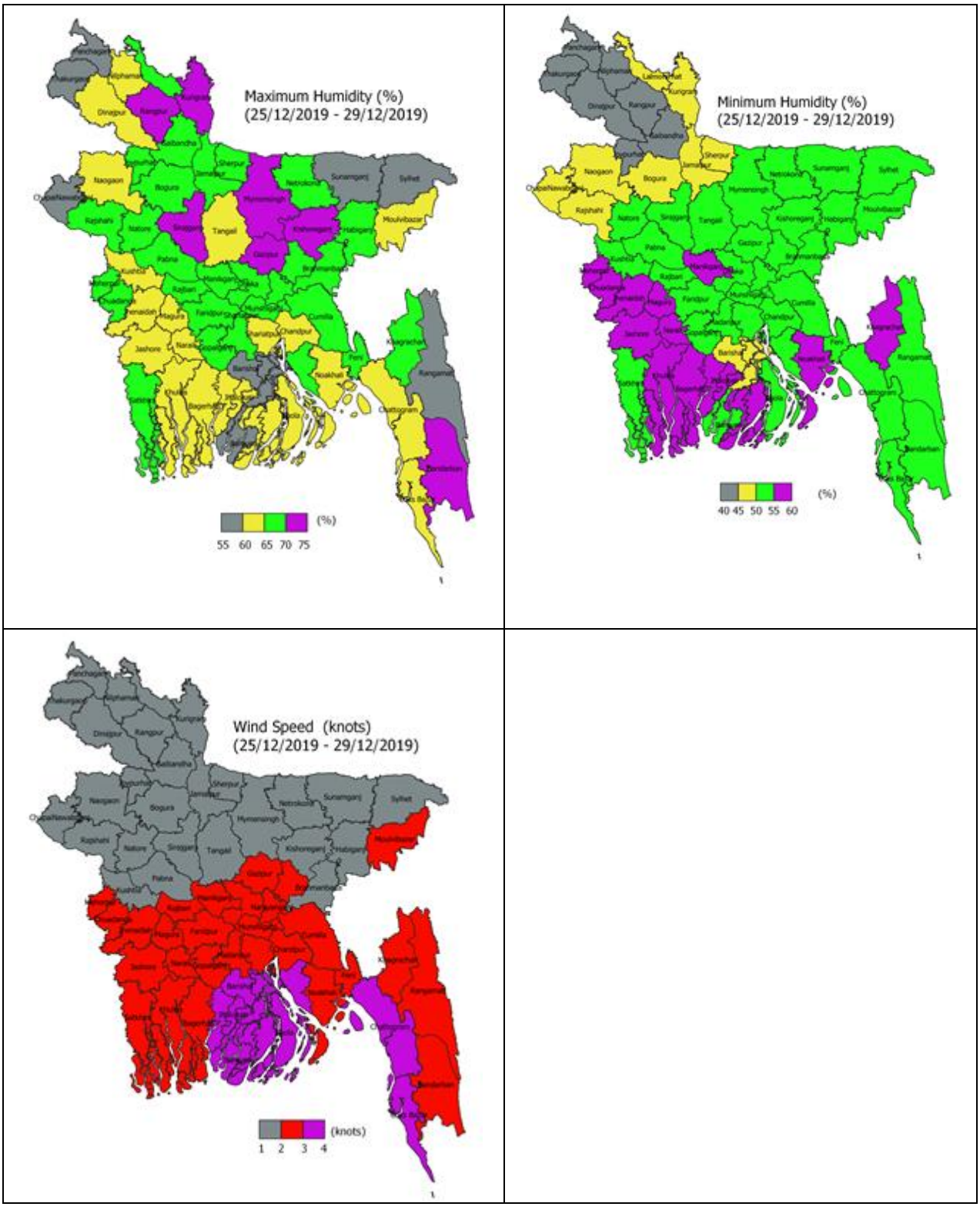
Maximum Humidity (%)
(25/12/2019 - 29/12/2019)
(%)
55 60 65 70 75
Minimum Humidity (%)
(25/12/2019 - 29/12/2019)
(%)
40 45 50 55 60
Wind Speed (knots)
(25/12/2019 - 29/12/2019)
(knots)
1 2 3 4

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যঃ

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week No. 50 (10 December-16 December) over Agricultural regions of Bangladesh

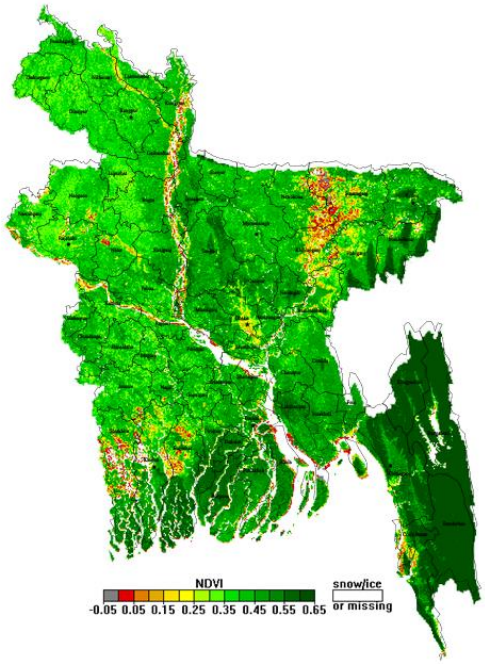

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 50 (10 December-16 December) over Agricultural regions of Bangladesh

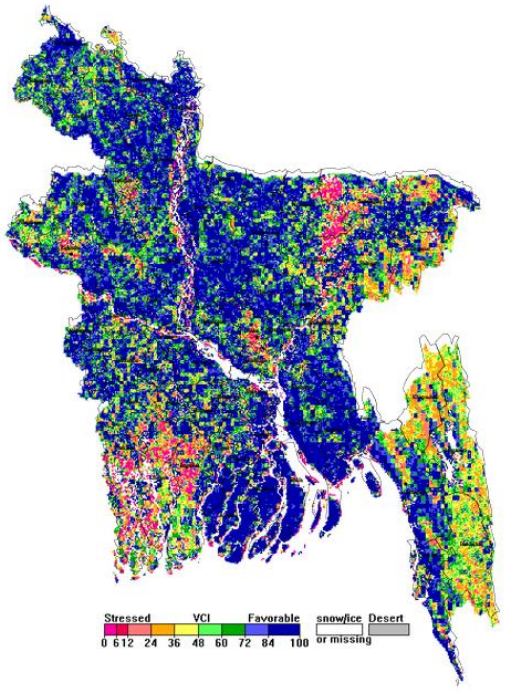

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 50 (10 December-16 December) over Agricultural regions of Bangladesh

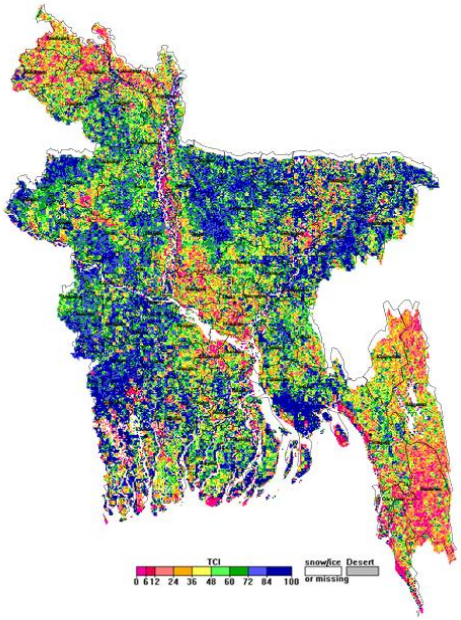

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 50 (10 December-16 December) over Agricultural regions of Bangladesh

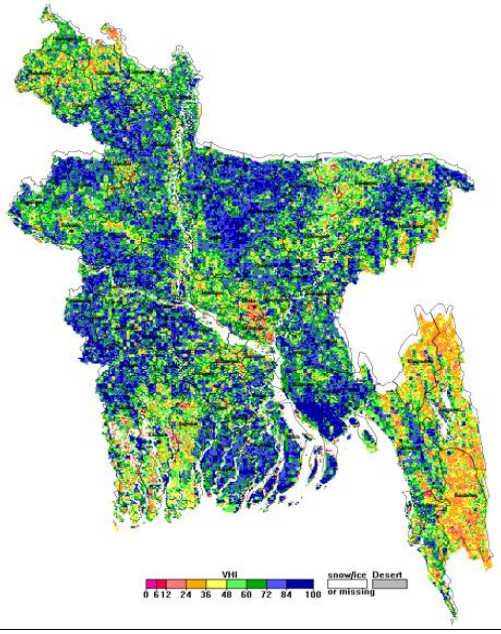

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর সহ গত চার সপ্তাহের মধ্যে কিছু জেলা বাদে সমগ্র বাংলাদেশে হালকা ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশের কিছু জেলায় মাঝারি থেকে মারাত্মক শুষ্ক পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

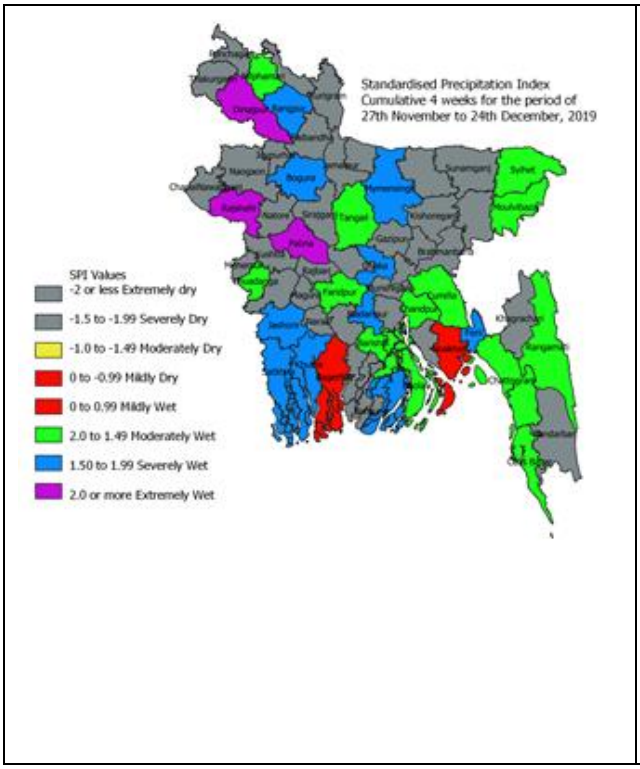

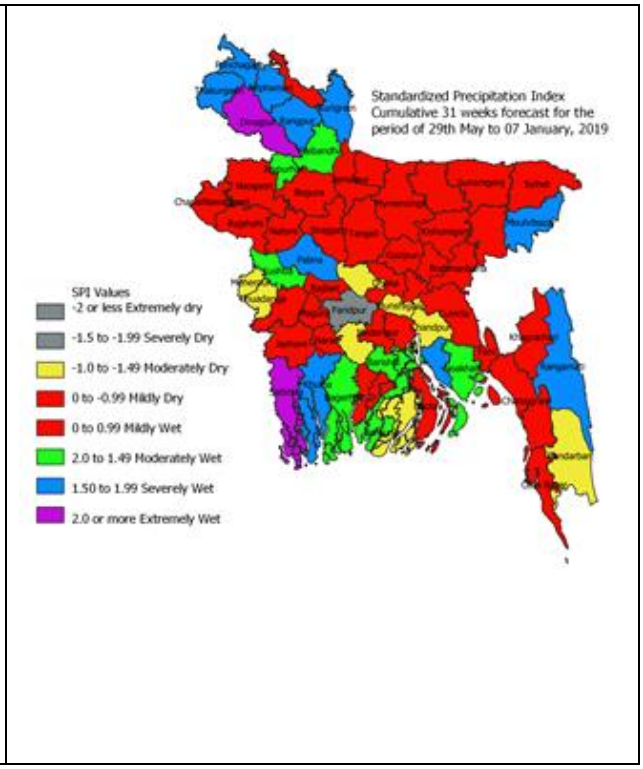

Data source: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর